দৈনিক ইনকিলাব

103

তারিখ 21 DEC 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

22

শিক্ষাঙ্গন

কোচিং বনাম গৃহ শিক্ষকতা

শিক্ষা মানুষের জ্ঞানকে প্রসারিত করে। আর উপযুক্ত শিক্ষা বা শিক্ষার নির্দেশনা পেলে এ প্রসারতার ক্ষমতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, শুধু পাঠ্যপুস্তক থেকে আহরিত জ্ঞানে এ প্রসারের ক্ষমতা ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এ জন্যে দরকার হয় উপযুক্ত শিক্ষা। আর এই শিক্ষা অর্জন করার খাতিরে প্রয়োজন হয় গৃহ শিক্ষকের অথবা কোচিং-এর। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ বা কোচিং একটি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য হয়ে ওঠে বোঝাস্বরূপ।

বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক, এমনকি প্রাথমিক স্কুলেও কোচিং-এর ভূত চেপে বসেছে একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা। তারা বিদ্যালয়ের রুটিন মাফিক ক্লাস না নিলেও— রীতিমত স্কুল চলাকালীন সময়ে কোচিং করাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন না। আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তাঁরা তো মনে করেন স্কুল ভবনটি তাঁদের জন্যেই নির্মিত। কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাঁরা ভুলে যান যে, তারা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে চাকুরী করেন।

স্কুলে কোচিং যেন পরীক্ষা পাসের বিকল্প বা পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলাই বাহুল্য স্কুলগুলোতে বছরের সূচনা থেকে শেষ অবধি কোচিং করা প্রায় বাধ্যতামূলক। যারা কোচিং-এ অংশগ্রহণ করে না তারা বাড়ীতে একাধিক শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্জন করলেও পাস করা প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে। তাছাড়া কোচিং বহির্ভূত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই এই পিছুটানে ভোগে। ফলে, কোচিং করতে না চাইলেও অনেক সময় তারা বাধ্য হয়। নচেৎ, কোন গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া এটিও লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক স্থানেই কোচিং না করলেও কোচিং ফী বছরান্তে আদায় করা হয়। এখানেই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যার জাল আরো বিস্তৃত। শুধু যে নবম-দশম শ্রেণীতে কোচিং তা নয়। কোন কোন স্কুলে মাধ্যমিক (ষষ্ঠ) শ্রেণীতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই শুরু হয় কোচিং ব্যবস্থা। তা আবার সারা বছর ধরে চলতে থাকে।

তাই দরিদ্র বা নিম্নবিত্তের অভিভাবকরা পড়েছেন মহাদুর্বিপাকে। মুখ ফুটে কিছু বলার সৎ-সাহসটুকু পাচ্ছেন না তারা। যদি সন্তানের কিছু হয়। যদি সমস্যার সমাধান চান নামখানা হাজিরা খাতা থেকে মুছে যাবে। ফলে এই সংকটের কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পদার্পণ করতে পারে না। আর এই কোচিং নামের ভূতটিকে পুঁজি করে একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা বছর ধরে উপার্জন করে চলেছেন। সুতরাং আমরা বলতে চাই কোচিং-এর নামে এ লুকোচুরি বা ছলচাতুরী খেলা কেন? ব্যাপারটি সম্পর্কে যথাযথ বিভাগ কি ওয়াকিফহাল নন? তাই যদি হয় তাহলে আমরা আশা করবো এ ব্যাপারে একটি সরকারী বিধি-নিষেধ থাকা অত্যাবশ্যক।

অবশেষে, আমরা প্রত্যাশা করছি বিষয়টিকে নিয়ে কর্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করে একটা সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসবেন।

—আহমাদ আলী